# হুজুর হয়ে হাসো কেন?

হুজুর হয়ে

সমর্পণ
প্রকাশন

# অনুষ্ঠানসূচি

**যেভাবে শুরু** ..... ৭

**বিটিভি সমগ্র**

লালসালু সমস্যার সঠিক ইসলামী সমাধান ..... ১০

রাজু হুজুর বনাম এনজিও ..... ১৩

ওয়াহিদ, ইসনান, সালাসা, সিসিমপুর ..... ১৭

মনের কথা — পারুল হুজুরনী ..... ২১

আশুরায় নানা-নাতি ..... ২৫

ভাগ্নের ধর্মব্যবসা ..... ২৮

হিমুর মুখে ১০৮ টি আযওয়া খেজুর ..... ৩১

পুরুষবাদী ..... ৩৪

**নাটিকা**

ছুটি ..... ৩৭

গায়ক বনাম হুজুর ..... ৪২

## ফুলান সিরিজ


ঈদুল আযহা পর্ব ..... ৫১

বনের রাজার সাথে ..... ৫৫

'সকল ঈদের বড় ঈদ' পর্ব ..... ৫৭

বড়দিন পর্ব ..... ৬১

পোস্টার-ফেস্টুনদের সাথে একদিন ..... ৬১

এপ্রিল ফুল পর্ব ..... ৬৮

বৈশাখী পর্ব ..... ৭৩

ভ্যালেন্টাইন পর্ব ..... ৭৮

থেমিস দেবীর সাথে ..... ৮৩

টক শো ..... ৮৬

হ্যালোউইন পর্ব ..... ৯১

নিউ ইয়ার পর্ব ..... ৯৭

রামাদান পর্ব ..... ১০৪

ঈদুল ফিতর পর্ব ..... ১০৯

**যাবার আগে** ..... ১১৬

# যেভাবে শুরু

'হুজুর' শব্দটি কুরআন-হাদীসে আমরা কোথাও পাই না। বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থে এই শব্দটি দিয়ে একসময় শুধু মাদ্রাসার আলিম ও তালিবুল ইলম শ্রেণির মানুষদের বোঝানো হতো। তবে পরবর্তীকালে কিছু নির্দিষ্ট ইসলামী চিহ্নধারী সকল মানুষকেই 'হুজুর' বলে ডাকা প্রচলিত হয়ে যায়। সেসব ইসলামী চিহ্ন পুরুষদের ক্ষেত্রে দাড়ি, টুপি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জোব্বা ইত্যাদি। নারীদের ক্ষেত্রে বোরকা, আবায়া, হিজাব, নিকাব ইত্যাদি। তার মানে মাদরাসা বা জেনারেল শিক্ষিত—যে কেউই এখন 'হুজুর' বলে সমাজে পরিচিত হতে পারে।

তো বাহ্যিক এই চিহ্নগুলো ধারণ করা মানুষদের কাছ থেকে স্বভাবতই প্রত্যাশা থাকে যে তারা ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলবে, অন্তত অন্য আর দশজনের চেয়ে বেশি। কিন্তু সেই মেনে চলার সীমানাটা কতটুকু, তা নিয়ে আমাদের সমাজ কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাই এই হুজুরদের কোনো জায়িয বা মুবাহ কাজ করতে দেখলেও অন্যেরা প্রশ্ন করে বসে, "হুজুর হয়ে এই কাজ করছ কেন?", "হুজুর হয়ে ওটা করছ কেন?" ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের আরেকটি সমস্যা হলো, মানুষ ধরে নিচ্ছে হুজুরদের জন্য এক রকম শরিয়ত, অ-হুজুরদের জন্য আরেক রকম শরিয়ত। অথচ "হুজুর হয়ে" যেটা করা হারাম, "মুসলিম হয়ে"ই সেটা করা হারাম। "হুজুর হয়ে" যেটা করা অশোভনীয়, "মুসলিম হয়ে"ই সেটা করা অশোভনীয়। অনলাইনে, ইন্টারনেটে, ফেসবুকে হুজুরশ্রেণির মাঝে তাই "হুজুর হয়ে" কথাটা একটা খুনসুটির বস্তুতে পরিণত হয়। সেখান থেকেই "হুজুর হয়ে" নামে একটি ফেসবুক পেজ খোলার ধারণাটা আসে।

পেজটি তৈরি ও পরিচালনা করে আল্লাহর কিছু বান্দা এবং আপনাদের কিছু ভাই, যারা জেনারেল শিক্ষিত। অর্থাৎ আলিম বা তালিবুল ইলম না হয়েও বাহ্যিক চিহ্নগুলোর কারণে 'হুজুর' হিসেবে সমাজে পরিচয় লাভকারী।

পেজটির উদ্দেশ্য দ্বীন ইসলামকে সিরিয়াসলি নিতে আগ্রহী ভাইবোনদের উৎসাহ জোগানো, তাদের পথে বাধা দানকারীদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিহত করা এবং কিছু হালাল বিনোদন। ইসলাম নিয়ে জেনারেল শিক্ষিতদের যতটুকু কথা বলার অধিকার আছে, সেই সীমালঙ্ঘন করে আলিমদের সীমানায় অনধিকার পদার্পণ না করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আক্রমণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইসলামবিরোধী আইডিয়াগুলোকেই কেবল লক্ষ্য বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাহর বৈধ মতপার্থক্যপূর্ণ বা অস্পষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে অযথা পানি ঘোলা করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এর অন্যথা হয়ে থাকলে আমরা তা থেকে তাওবাহকারী। আল্লাহই তাওফিকদাতা। ফেসবুক ব্যবহারকারীরাই মূলত আমাদের মূল পাঠকশ্রেণি হওয়ায় আমরা আমাদের লেখায় এমন সমস্যাগুলোরই কথা বলি, যা সাধারণত শহুরে মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলিমসমাজকে প্রভাবিত করে। এর বাইরের কোনো শ্রেণি বা প্রজন্মের পাঠকদের কাছে হয়তো আমাদের কিছু লেখা দুর্বোধ্য লাগতে পারে।

আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু উপাদান নিয়ে "সমর্পণ প্রকাশন" বই প্রকাশের আগ্রহ দেখালে আমরা তাতে সাড়া দিই। মুচকি হাসি সুন্নাহ, অট্টহাসি অন্তরের মৃত্যুর কারণ। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মুখে কিছু সময়ের জন্য মুচকি হাসি আনার তরে "হুজুর হয়ে" পেজের কিছু রম্যগল্পের সংকলন নিয়ে আমাদের এই নিবেদন—*"হুজুর হয়ে হাসো কেন?"*। মুহতারাম আলী হাসান উসামা আমাদের এই অপরিপক্ক প্রচেষ্টায় অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হয়েছেন।

গল্পগুলোতে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু কাল্পনিক চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রগুলো স্বভাবতই বুদ্ধির খেলায় প্রতিপক্ষদের চূর্ণ করে দিয়েছে। ইসলামবিরোধী মতাদর্শের ধারক-বাহকরা তাদের প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে মুসলিমদের অন্তরে এতদিন যে ক্ষত সৃষ্টি করে আসছিল, সেগুলোর কাউন্টার-ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে মাত্র। এই গল্পগুলো

থেকে হালাল-হারামসংক্রান্ত বিধিবিধান বের না করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। গল্পের ভেতরের ধর্মদ্রোহী, বিদ'আতি বা মিশনারির সাথে মুসলিম চরিত্রগুলো যেমন আচরণ করেছে; বাস্তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো নাস্তিক, মাজারপূজারি বা অমুসলিমকে দা'ওয়াহ দেওয়ার সময় সে রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

গল্পের সকল চরিত্রই আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। বেশকিছু চরিত্রই অন্য নির্মাতাদের নির্মিত চরিত্রের প্যারোডি। সে সকল নির্মাতাগণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের মধ্যে জীবিতদের আল্লাহ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ঈমানের সাথে মৃত্যু নসিব করুন। মৃতদের হিসাব আল্লাহর সাথে।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে বইটিকে অবসর সময়ের বিনোদন হিসেবেই কেবল ব্যবহার করার জন্য। প্রতিদিনকার অর্থ ও তাফসিরসহ কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন, সীরাত পাঠ এবং আলেমদের লেখনী পড়া ও বক্তব্য শোনার রুটিনে যেন এই বই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের লেখার স্টাইল অনুসরণ করে ইসলামবিদ্বেষীদের জবাব দেওয়াই যেন আপনাদের ধ্যান-জ্ঞান না হয়ে দাঁড়ায়।

নিবেদক

"হুজুর হয়ে" এডমিন প্যানেল

www.facebook.com/hujur.hoye

## লালসালু সমস্যার সঠিক ইসলামী সমাধান

রাজুকে আবাসিক মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে গ্রামে ফিরে এল তার বাবা আর মীনা। মীনা তার বাবাকে বলল, "বাপজান, আমিও মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া দ্বীন ইসলামের সহীহ বুঝ অর্জন করতাম সাই।" তার বাবা বলল, "মায়া মাইনষের এত প্রেশার লওন ঠিক না। আমার তিন পোলামাইয়ারে দিয়া আমি দুনিয়া আখিরাত দুইটাই হাসিল করুম। রাজুরে হুজুর বানাইয়া আখিরাত কামাই করুম। তোমারে ডাক্তার আর রানিরে শিনেমার নায়িকা বানাইয়া দুনিয়া কামাই করুম।" মীনার কাঁধে বসা মিঠু বলে উঠল, "দুঁনিয়াঁ! দুঁনিয়াঁ!" বাসায় যাওয়ার আগে বোতলা পীরের মাজারের খাদেমের সাথে দেখা করে মাজারে একটা মুরগি দেওয়ার নিয়ত পেশ করল মীনার বাবা। বোতলা পীরের সেই রকম কেরামতি। জিন্দা থাকতে বোতল ছাড়া একদিনও চলতে পারত না।

► একদিন পড়ার টেবিলে মেডিকেলের বই নিয়ে পড়াশোনা করছে মীনা। পাশেই জানালায় বসে ছিল মিঠু। মীনা গালে হাত দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বলল, "অও মিঠু, আমি ডাক্তার হইতাম সাই। কিন্তু তার লগে দ্বীনও শিখতাম সাই।" একটু থেমে বলল, "ভালা বুদ্ধি! মিঠু, তুমি হইবা আমার হুজুর।" মিঠু বলল, "এঁএঁ? পাঁখি হঁয়ে হুঁজুঁর?" মীনার উত্তর, "হ। তুমি রাজুর মাদ্রাসায় উইড়া গিয়া শুনবা তারা কী

পড়তাসে। তারপর আমারে আইসা শিখাইবা।" মিঠু গাঁইগুঁই করতে লাগল। মীনা বলল, "লক্ষ্মী মিঠু, যাআআআওওও।" উপায়ান্তর না দেখে উড়াল দিলো মিঠু। মীনা জানালা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল।

মিঠু হাই তুলতে তুলতে মাদ্রাসার ছাত্রী শাখার জানালায় গিয়ে বসল। ভাবল কী আর শেখাবে আলিফ-বা-তা ছাড়া। কিন্তু হুজুরদের পড়ানো যতই শুনে ততই ভালো লাগে। প্রথম কয়েকদিন সে পাক-পবিত্রতা, ওজু, গোসলের নিয়মাবলি শিখল। তারপর মীনাকে গিয়ে শেখাল। মীনা মন দিয়ে সব শিখতে লাগল। মাদ্রাসার ছাত্রীদের মতো হিজাব পরতে শুরু করল। তারপর মিঠু তাওহীদ আর শিরক সম্পর্কে শুনতে লাগল। মীনাও তার সাথে সাথে শিখতে লাগল।

► একদিন ইশকুল থেকে মীনা আর তার বান্ধবীরা ফিরছিল। আজকেই ঈদের ছুটি শুরু হলো। হাঁটতে হাঁটতে রীতা বলল, "মীনা, আইজকা বোতলা পীরের মাজারে যাইবা না? ঈদের আগেই টেকা-পয়সা, হাঁস-মুরগি বোতলা হুজুরের খাদেমের হাতে পৌঁসাই দেওন লাগবো।" মীনা বলল, "দিলে কী অইবো?" আরেক পাশ থেকে পিংকি বলল, "অ মা জানো না? বোতলা পীরের কাছে যা সাওয়া যায়, তা-ই পাওন যায়।" মীনার কাঁধে বসা মিঠু বলল, "বোঁতলাআআ?" তারপর জিহ্বা বের করে খ্যাঁক-জাতীয় একটা তাচ্ছিল্যমূলক শব্দ করল। মীনার কাছে খটকা লাগল। আল্লাহ ছাড়া তো কারও কাছে দুআ করা চাওয়া যায় না। মৃত মানুষ তো কারও লাভ-ক্ষতি করতে পারে না। মীনা বলল, "আস্সা, সলো তো দেহি কী অয়।"

পীরের মাজারের কাছে গিয়ে দেখল সারা গ্রামের মানুষ সেখানে ভিড় করে আছে। অনেকেই সেজদা দিচ্ছে। মীনার বাবা-মাও এসেছে। উঁচু একটা জায়গা চাদর দিয়ে ঢাকা। পাশে বসে বাতাস করছে এক খাদেম। মীনা ভালো করে তাকিয়ে বুঝল, এই সেই বজ্জাত দোকানদার যে সূর্যাস্ত আইন করে তাদের বাছুর আর ছাগল নিয়ে যেতে চাইছিল। আর যেই খাদেম মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগি নিচ্ছিল, সে হলো সেই মুরগিচোর যে মীনাদের ছয়টা মুরগি থেকে একটা নিয়ে গিয়েছিল। ক্রাউড কন্ট্রোলিংয়ের দায়িত্বে আছে ইভটিজার দিপু এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ। ক্রাউড কন্ট্রোলিংয়ের নামে মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে।